যুগান্তর

তারিখ ... 2 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ২ ...

বুয়েট থেকে ছাত্রলীগের তিন কর্মী বহিষ্কার

১৯ ঘণ্টা অবরুদ্ধ প্রোভিসি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এক ছাত্রকে পিটুনির অভিযোগে ৩ ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। ৬ মাসের জন্য সাময়িক বহিষ্কৃত এসব শিক্ষার্থী হল মেটেরিয়াল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল বিভাগের অষ্টম ব্যাচের ছাত্র সুজিত সাহা ও সাইফুল্লাহ শিকদার এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের আরিফ রায়হান। রোববার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নেয়। বহিষ্কৃতরা সবাই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর আগে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ওই তিনজনের বহিষ্কারের দাবিতে শনিবার বিকাল ৪টা থেকে রোববার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ও ছাত্র কল্যাণ পরিষদের পরিচালক আমিনুল ইসলামকে তাদের রুমে অবরুদ্ধ করে রাখে। রোববার সকালে তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের সাময়িক বহিষ্কারসহ ও তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলে তাকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। জড়িতদের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে রোববার রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান করছিল। শিক্ষার্থীরা জানায়, বুধবার বুয়েটের বিদায়ী ব্যাচ '০৬ বহিষ্কার : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

বহিষ্কার : বুয়েট থেকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আয়োজিত ফনসার্টে ভর্তিচ্ছু ব্যাচের বিশু হোসেন জোরপূর্বক প্রবেশকে কেন্দ্র করে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে বৃহস্পতিবার বিষয়টির মীমাংসা করা হয়। কিন্তু শনিবার দুপুরে যশোর ঘটনার জের ধরে '০৮ ব্যাচের সুজিত, বিপুল ও '০৯ ব্যাচের ছাত্রলীগের কয়েকজন ব্যাচার '০৬ ব্যাচের শিক্ষার্থী তৌসিফ আহমেদ ঈশানকে বেধড়ক পিটুনি দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ছাত্রলীগ ব্যাচাররা তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল ইসলাম হলের রুম থেকে ধরে এনে বেদমভাবে ব্যাট, স্টাম্প ও রড দিয়ে তার হাত-পা থেঁতলে দেয়। আহত তৌসিফ রাজধানীর একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তৌসিফ আহত হওয়ার পরপরই তার বন্ধুরা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষার্থীরা প্রোভিসি অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের কাছে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগ ব্যাচারদের বিচার দাবি করে। ঘটনার তদন্তে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক আবদুর রশিদ সরকারকে প্রধান করে ৪ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আজ তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে। তবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, দোষীদের স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক হাবিবুর রহমান বলেন, দ্রুতিতথ্যে ঘটনার তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত।